রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৪ সনের ৩ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ১৮, ২০২৪

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১৭—৩৬
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯—৮৭
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪১—৭৫
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১)	. . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২)	. . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩)	. . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪)	. . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫)	. . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬)	.... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
সিপিপি প্রশাসন অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১২ পৌষ ১৪৩০/২৭ ডিসেম্বর ২০২৩

নং **৫১.০০.০০০০.৩১০.২২.০০২.২২-৭১**—দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ১৩ ধারায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সমাজ-সংস্কৃতিতে স্বেচ্ছাসেবার চর্চা রয়েছে। দেশের সকল ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করার নিমিত্ত সমন্বিত কৌশল হিসেবে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমকে আরও সুবিন্যস্ত, কার্যকর ও যুগোপযোগী করার জন্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

০২। একটি জনকল্যাণমুখী, দায়িত্বশীল ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন যুব সমাজ গড়ে তোলার পাশাপাশি জাতীয় দুর্যোগ ও দুঃসময়ে জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হলো এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ
উপসচিব।

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩

প্রস্তাবনা

স্বেচ্ছাসেবা স্থানীয় পর্যায় হইতে জাতীয় পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রমে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করিয়াছে। সমাজ ও দেশের স্বার্থে স্বেচ্ছাসেবকগণ যে-কোনো দুর্যোগ মোকাবিলায় দ্রুতসাড়াদানকারী হিসাবে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। বাংলাদেশের আর্থিক প্রবৃদ্ধি ও টেকসই মানবিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংযুক্তি এবং অবদান ও ব্যাপকতা উল্লেখযোগ্যভাবে দৃশ্যমান। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, দুর্যোগঝুঁকিহ্রাসে সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক বাস্তবায়ন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন, সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, রূপকল্প ২০৪১, বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে স্বেচ্ছাসেবার ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক মর্মে বিবেচিত হইতেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ ও ১৯(১)অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ ও সকলের জন্য সমসুযোগ নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২-এর ১৩ ধারায় জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠনের নির্দেশনা রহিয়াছে। বাংলাদেশের সুদীর্ঘ ঐতিহ্য এবং সমাজ-সংস্কৃতিতে স্বেচ্ছাসেবার চর্চা রহিয়াছে। দেশের সকল ইতিবাচক সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করিবার নিমিত্ত সমন্বিত কৌশল হিসাবে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমকে আরও সুবিন্যস্ত, কার্যকর ও যুগোপযোগী করিবার জন্য জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হইয়াছে।

অধ্যায় ০১: জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়নের পটভূমি

১.ভূমিকা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বেচ্ছাসেবা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়াছিলেন। উপকূলীয় অঞ্চলে ১৯৭০ সালে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ে প্রায় ১০ (দশ) লক্ষ মানুষের প্রাণহানি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্বাচনি প্রচারণা বন্ধ করিয়া সেইখানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার সময়োপযোগী ও দূরদর্শী উদ্যোগে ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয়ে সরকারিভাবে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি) (Cyclone PrerarednessProgramme) (CPP) প্রতিষ্ঠা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর এই অনন্য উদ্যোগের ধারাবাহিকতায় দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবার রোল মডেল হিসাবে বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে পরিচিতি পাইয়াছে। সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮-এ দক্ষ ও জনমুখী সরকার, নিরাপত্তা, দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেবাখাত এবং আইনের সুষম প্রয়োগের মাধ্যমে সবার জন্য উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হইয়াছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিটি গ্রামে আধুনিক নগর সুবিধা সম্প্রসারণ ও যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর এবং তাহাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করিতেছে। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়নের মাধ্যমে এইসকল কর্মসূচি বাস্তবায়নসহ সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্তি, সমন্বয় ও বিকাশ সর্বোপরি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমকে কাঠামোবদ্ধ ও পদ্ধতিগত রূপদান করা সম্ভব হইবে।

২. প্রেক্ষাপট :

স্বেচ্ছাসেবকগণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, সেবা ও দুর্যোগ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখিতেছেন। জাতীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকগণের অবদানের বিষয়ে তথ্যভান্ডার তৈরি, স্বেচ্ছাসেবকগণকে সংগঠিত করা, কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা বজায় রাখা, সুরক্ষা এবং স্বীকৃতির জন্য একটি সমন্বিত নীতিমালা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষাপটে, জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবা সংস্থার (UN Volunteers) কারিগরি সহযোগিতায় স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক প্রণীত জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার খসড়া ২৮ এপ্রিল ২০২২ অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন বিধায় নীতিমালাটির উদ্যোক্তা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হওয়া সমীচীন হইবে। ইহা ব্যতীত, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনের মাধ্যমে নীতিমালাটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩ চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

৩. উন্নয়ন পরিকল্পনা ও স্বেচ্ছাসেবা :

স্বেচ্ছাসেবা বিকাশের ক্ষেত্রে অধিকারভিত্তিক অ্যাপ্রোচ, জেন্ডার সমতা, অন্তর্ভুক্তিতা এবং সক্ষমতা উন্নয়নে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), সরকারের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন লক্ষ্য, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, রূপকল্প ২০৪১ এবং বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে স্বেচ্ছাসেবার ভূমিকা অত্যন্ত সহায়ক মর্মে বিবেচিত।

৪. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও স্বেচ্ছাসেবা :

বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন নীতিমালা, পরিকল্পনা এবং কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন। শক্তিশালী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ব্যতীত কোনো উন্নয়ন কার্যক্রমই টেকসই করা সম্ভব নহে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ধারণা পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে কেবল ত্রাণ নির্ভরতা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবিলায় সক্ষমতা ও সহনশীলতা বৃদ্ধিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হইয়াছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ও পরিমার্জন করা হইয়াছে। প্রাসঙ্গিক আইন, নীতি, বিধি ও আদেশের সর্বোত্তম চর্চার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (DRR) এবং জরুরি সাড়াদান ব্যবস্থাপনা (ERM) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হইতেছে। এই কাঠামোর মধ্যে রহিয়াছে:

(১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২;

(২) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৫;

(৩) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি, ২০১৯; এবং

(৪) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০২১-২০২৫।

বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের গুরুত্ব বর্ণনা করা হইয়াছে।

৫. জাতিসংঘ ও স্বেচ্ছাসেবা :

স্বেচ্ছাসেবা প্রসারের জন্য জাতিসংঘ (United Nations) বিভিন্ন রেজুলেশনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করিয়াছে (১৯৮৫-জাতিসংঘ সাধারণ সভা (United Nations General Assembly) রেজুলেশন ৪০/২১২)। ইহা ব্যতিরেকে, জাতিসংঘ সাধারণ সভায় (United Nations General Assembly) 'পরিকল্পনা কার্যক্রম, ২০১৫ (A/RES/70/129)' এবং 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ২০৩০'-এর জন্য স্বেচ্ছাসেবার আলোচ্যসূচি (A/RES/73/140)' নামে দুইটি কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। উল্লেখ্য, রেজুলেশনসমূহের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবাকে প্রাধান্য ও উৎসাহ প্রদানের জন্য সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে।

অধ্যায় ০২: জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা, ২০২৩-এর বিবরণ

১.জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য—

১.১ লক্ষ্য *:*

স্বেচ্ছাসেবাকে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করা জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার মূল লক্ষ্য। মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থসামাজিক এবং সামগ্রিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখা; স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবী এবং নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করাও এই নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য।

১.২ উদ্দেশ্য *:*

১.২.১ জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাসেবার অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১.২.২ সরকার কর্তৃক প্রণীত নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি এবং এস.ডি.জি.-এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে স্বেচ্ছাসেবার অগ্রাধিকার প্রদান করা।

১.২.৩ স্বেচ্ছাসেবার মূলচেতনার উন্নয়ন এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্বেচ্ছাসেবাকে সুদৃঢ় করা।

১.২.৪ শোভন কাজের (Decent Work) চর্চা এবং কমিউনিটির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা।

১.২.৫ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন, অন্তর্ভুক্তি, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব প্রদান, তত্ত্বাবধান, অবস্থান ও প্রস্থান পরিকল্পনা চিহ্নিত করিয়া একটি কার্যকর স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রণয়ন করা।

১.২.৬ স্বেচ্ছাসেবকদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং সক্ষমতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনকল্যাণে কার্যক্রম পরিচালনা করা।

১.২.৭ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে জনগণের সম্পৃক্ততা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করা।

১.২.৮ যে-কোনো দুর্যোগে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের সদাপ্রস্তুত রাখা এবং উৎসাহ প্রদান করা।

১.২.৯ সমন্বিত পদ্ধতিতে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম নিরাপদ, মর্যাদাপূর্ণ ও দক্ষতার সহিত পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা।

১.২.১০ আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের অবদান নিরূপণের কার্যকর কৌশল প্রতিষ্ঠা করা।

১.২.১১ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে অন্তর্ভুক্তি, সামাজিক সম্প্রীতি, জেন্ডার সমতা, সংহতি ও সহনশীলতার প্রসার করা।

১.২.১২ স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদান করা।

১.২.১৩ সকল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান/সংগঠনকে একই প্ল্যাটফর্মে সমবেত করা।

২. স্বেচ্ছাসেবার সংজ্ঞার্থ ও ধরন :

'স্বেচ্ছাসেবা' হলো এমন কাজ বা কার্যক্রম যা স্বেচ্ছায় কোনো প্রকার আর্থিক সুবিধা ব্যতীত জনসাধারণের কল্যাণে করা হয়। অধিকন্তু, স্বেচ্ছাসেবার সংজ্ঞার্থ ও ধরনে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হইবে :

২.১ আনুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা: বিভিন্ন সংস্থা, কমিউনিটি, গ্রুপ বা অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় কাঠামোবদ্ধ/

প্রাতিষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা যা দীর্ঘমেয়াদি এবং ইহাতে স্বেচ্ছাসেবকদের দৃঢ়সংকল্প ও নিয়মিত উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবায় বিভিন্ন ধরনের নীতি ও প্রক্রিয়া জড়িত।

২.২ অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা: অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা কাঠামোবদ্ধ নহে এবং দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণ করাই ইহার অন্যতম লক্ষ্য। ইহা অপ্রাতিষ্ঠানিক এবং এইখানে কোনো আর্থিক সংশ্লেষ থাকে না। স্থানীয় পর্যায়ে অনানুষ্ঠানিক স্বেচ্ছাসেবা ধারণাটিই উত্তম চর্চা হিসাবে অনুশীলিত হয়।

২.৩ সমাজকল্যাণমূলক স্বেচ্ছাসেবা: এইক্ষেত্রে সমাজের সাধারণ কল্যাণ বা অ্যাডভোকেসির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণ একসঙ্গে সংযুক্ত হইয়া উদ্যোগ গ্রহণ করিবেন। এইধরনের স্বেচ্ছাসেবা প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক দুই ধরনেরই হইতে পারে এবং ইহা সময়াবদ্ধ নহে।

২.৪ প্রকল্পভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবা: এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবার সময়সীমা নির্ধারিত থাকে। স্বেচ্ছাসেবকগণ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবেন। এই ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে কাজ করিতে স্বেচ্ছাসেবকগণের বিশেষায়িত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োজন হয়।

৩. স্বেচ্ছাসেবার মূলনীতি:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম দেশের স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করিয়া পরিচালিত হইবে। বাংলাদেশের সকল প্রান্তের, সকল পর্যায়ের জনগণের মধ্য হইতে নির্বাচিত স্বেচ্ছাসেবকগণ সার্বক্ষণিক ও জনহিতকর কাজসহ যে-কোনো বিপর্যয় ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করিবে।

৪. স্বেচ্ছাসেবার পরিচালন নীতিসমূহ :

৪.১ স্বেচ্ছাসেবাকে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি কার্যকর সহায়ক উপাদান ও সম্ভাব্য উপায় হিসাবে বিবেচনা করা হইবে;

৪.২ স্বেচ্ছাসেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবকের ইচ্ছাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে এবং স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছার বাহিরে কাউকে সেবা প্রদান কাজে যুক্ত হইবার জন্য বাধ্য করা যাইবে না;

৪.৩ স্বেচ্ছাসেবা কৌশল এমনভাবে নির্ধারণ করা হইবে, যেন স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি/দল/সংগঠন ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে বিশেষ সুবিধা অর্জন করিতে না পারে;

৪.৪ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে কোনো আর্থিক সুবিধা বা মুনাফা লাভ করা যাইবে না;

৪.৫ স্বেচ্ছাসেবাকে বিকল্প চাকরি হিসাবে বিবেচনা করা যাইবে না;

৪.৬ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সকলের জন্য সমতাভিত্তিক সুযোগ (Equity) নিশ্চিত করা হইবে;

৪.৭ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক সাম্য ও সহাবস্থান নিশ্চিত করা হইবে;

৪.৮ সরকার ও অন্য অংশীজন কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনগুলির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করা হইবে;

৪.৯ অধিক উৎকর্ষতার সহিত কাজ করিবার লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক এবং আইনগত সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হইবে;

৪.১০ স্বেচ্ছাসেবকগণ জনকল্যাণের লক্ষ্যে নূতন নূতন দক্ষতা অর্জনে জনগণকে সহায়তা করিবেন;

৪.১১ স্বেচ্ছাসেবকগণ সৎ ও উন্নত নৈতিকতা সম্পন্ন হইবেন;

৪.১২ নারী, প্রতিবন্ধী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে সমান অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি করা হইবে; এবং

৪.১৩ স্বেচ্ছাসেবাকে প্রতিযোগিতার আওতায় আনিয়া তৃণমূল পর্যায় হইতে জেলা পর্যায় পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও জাতীয় পর্যায়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়া উৎসাহিত করা হইবে।

৫. স্বেচ্ছাসেবার চ্যালেঞ্জসমূহ :

৫.১ জনসাধারণের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবা সংস্কৃতির আধুনিকায়ন ও যুগোপযোগী করিবার বিষয়ে সংবেদনশীলতা ও সচেতনতা জাগ্রত করা;

৫.২ দেশের দুর্গম অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম নিশ্চিত করা;

৫.৩ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ক্ষেত্রমতো প্রয়োজনীয় ভাতা প্রদান করা;

৫.৪ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ও কমিউনিটিভিত্তিক সংস্থাসমূহের জন্য স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম সমন্বিত, লক্ষ্যনির্ভর ও সুনির্দিষ্ট করা এবং সেই অনুযায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করা;

৫.৫ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য যথাযথ নেটওয়ার্ক না থাকায়, স্বেচ্ছাসেবকদের প্রত্যাশা পূরণ এবং স্বেচ্ছাসেবকরা যেসকল সংস্থার সহিত যুক্ত সেইসকল সংস্থা কর্তৃক স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আশানুরূপ নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করা;

৫.৬ যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমে বেসরকারি সেক্টর ও কমিউনিটি হইতে স্বেচ্ছাসেবায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;

৫.৭ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম ও তাহার প্রভাব নিরূপণ করিবার জন্য নির্দিষ্ট কার্যকর পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রণয়ন করা;

৫.৮ স্বেচ্ছাসেবার চাহিদা, জোগান, মানোন্নয়ন পদ্ধতি, অর্জন, পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের পর্যাপ্ত তথ্যের ডেটাবেজ তৈরির জন্য কারিগরি সহায়তা নিশ্চিত করা;

৫.৯ স্বেচ্ছাসেবার স্বীকৃতি, প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ, সুরক্ষা ও সক্ষমতা কার্যক্রম পরিচালনা করা; এবং

৫.১০ স্বেচ্ছাসেবায় যৌন নিপীড়ন, হয়রানি বা অপব্যবহার রোধে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পুনর্বাসনের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৬. স্বেচ্ছাসেবার সম্ভাবনা ও উন্নয়ন কৌশল :

স্বেচ্ছাসেবার উন্নত ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, স্বীকৃতি প্রদান ও প্রসারের নিমিত্ত নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হইবে:

৬.১ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে সমাজে বৈষম্যহীন, সহনশীল এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা করিবার সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে।

৬.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সংগঠিত স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিবে।

৬.৩ সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের অবদান জাতীয় ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে মহৎ ও শোভন কাজ হিসাবে বিবেচিত হইবে। সেই লক্ষ্যে, স্বেচ্ছাসেবার মূল চেতনা, সংহতি, সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং সমাজে নিঃস্বার্থবোধ ছড়াইয়া দিতে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থা পরিকল্পিত অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

৬.৪ স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠানসমূহের আওতায় সংগঠিত করিবার লক্ষ্যে সকল সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও অন্যান্য পরিষেবা সরবরাহে সম্পদ নিয়োজিত করিবে। ইহার ফলে স্বেচ্ছাসেবার নবতর ধ্যান-ধারণা গ্রামাঞ্চল ও শহর তথা দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হইবে।

৬.৫ স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে তৃণমূল পর্যায়ের জনগণকে সচেতন করা হইবে। সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে মানুষের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিসহ শহরাঞ্চলের পাশাপাশি গ্রামাঞ্চল ও প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবা সম্প্রসারণ ও সামগ্রিক উন্নয়নে অবদানের সুযোগ সৃষ্টি করা হইবে।

৬.৬ শিক্ষাক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবার বিষয়টি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত করা হইবে, যাহা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সম্পর্ক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখিবে এবং আগামী প্রজন্মের স্বেচ্ছাসেবায় অন্তর্ভুক্তি ও সংযুক্ত হইবার ক্ষেত্র তৈরি করিবে। ইহা ব্যতিরেকে নারী-পুরুষ, বালক-বালিকা, ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ও অন্যান্য প্রবীণ নাগরিক যাঁহারা বর্তমানে এই প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত নহে, তাঁহাদেরওকে এই প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হইবে।

৬.৭ কর্পোরেট ও বেসরকারি ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবার ধারণা অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটির আওতায় কর্মসূচি বাস্তবায়নে স্বেচ্ছাসেবা বাধ্যতামূলক করা হইবে, যাহা ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে সহায়ক হইবে।

৬.৮ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অনাবাসী বাংলাদেশিদের অন্তর্ভুক্তিকরণের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব ও এই লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্স-এ প্রতিনিধি নির্বাচনের অনুরোধ জানানো হইবে।

৬.৯ শিক্ষিত বেকার, দক্ষ যুবসমাজ, অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, শিক্ষক ও অন্যান্য প্রবীণ নাগরিকের আগ্রহের ভিত্তিতে জাতীয় কল্যাণে তাঁহাদের জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগের জন্য সংগঠিত করা হইবে।

৬.১০ স্বেচ্ছাসেবা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে উন্নত কৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হইবে।

৬.১১ অভিজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের সেবাগ্রহণ নিশ্চিত করিতে নমনীয় কর্মকৌশল ও প্রযুক্তি ব্যবহার করা হইবে।

৬.১২ স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ ডেটাবেজ ও মানসম্মত তথ্যকেন্দ্র গড়িয়া তোলা হইবে। তথ্যকেন্দ্রে সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য বিনিময় এবং গবেষণার মাধ্যমে কার্যকরভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের চাহিদা ও যোগাননির্ভর তথ্য ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অ্যাওয়ার্ড-সম্পর্কিত তথ্য সংরক্ষণ করা হইবে।

৭. **স্বেচ্ছাসেবার ব্যাপ্তি ও ক্ষেত্র:**

৭.১ স্বেচ্ছাসেবার ব্যাপ্তি এসডিজি-এর সকল অভীষ্ট এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের বাধ্যতামূলক কার্যাবলি পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে।

৭.২ অধিকন্তু, জনগণের নিজ এলাকায় নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের স্বাধীনতা থাকিবে:

- কমিউনিটি শিক্ষা ও শিখন কার্যক্রম;
- শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী গ্রুপ;
- দুস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার গ্রুপ;
- পরিবেশ গ্রুপ;
- কমিউনিটি সহায়তা গ্রুপ;
- কমিউনিটি ও রাজনৈতিক গ্রুপ;
- সংগঠিত সামাজিক গ্রুপ;
- সমন্বিত কমিউনিটি কার্যক্রম;
- কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উৎসব;
- খেলাধুলা, বিনোদন ও অবসর সময়ের কার্যক্রম;
- কর্পোরেট স্বেচ্ছাসেবা;
- সেবা প্রদান (যেমন, কাউকে সহযোগিতা করা);
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ (যেমন, উপদেষ্টা কমিটি);
- অনলাইন স্বেচ্ছাসেবা; এবং
- প্রাসঙ্গিক ও স্বতঃস্ফূর্ত স্বেচ্ছাসেবা।

৭.৩ নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহ স্বেচ্ছাসেবার মূল বিষয়কে ধারণ করিলেও এই নীতিমালায় স্বেচ্ছাসেবা হিসাবে গণ্য করা হইবে না :

- বাধ্যতামূলক শিখন সেবা;
- আদালতের আদেশে প্রদেয় সেবা;
- ইন্টার্নশিপ, আনুষ্ঠানিক কর্ম-অভিজ্ঞতা ও কারিগরি কর্মসমূহ;
- বাধ্যতামূলক সরকারি কর্মসূচি; এবং
- ব্যক্তি বা পারিবারিক প্রয়োজনে যে-কোনো আর্থিক অনুদান বা সেবা ও রক্তদান।

৮. **স্বেচ্ছাসেবকের প্রকারভেদ :**

এই নীতিমালার আওতায় নিম্নবর্ণিত স্বেচ্ছাসেবক দলকে বিবেচনা করা হইবে—

৮.১ সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক : ১৮-৫০ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তি যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবা দিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন;

৮.২ প্রবীণ স্বেচ্ছাসেবক : ৫১-৬৫ বৎসর পর্যন্ত বয়স্ক ব্যক্তি যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবা দিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন;

৮.৩ অনলাইন স্বেচ্ছাসেবক : যেসব ব্যক্তি বা গ্রুপ ভার্চুয়ালি স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম প্রদান করিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন;

৮.৪ প্রতিষ্ঠানভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক: যেসব ব্যক্তি বা গ্রুপ কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন;

৮.৫ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক: বিদেশি নাগরিক বা সংগঠন/সংস্থা যাঁহারা বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা কাজে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন;

৮.৬ অনিবাসী স্বেচ্ছাসেবক: অনিবাসী বাংলাদেশি যাঁহারা স্বেচ্ছাসেবায় অংশ নিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন;

৮.৭ কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক: যখন কোনো ব্যক্তি বা গ্রুপ অনানুষ্ঠানিকভাবে নিজ কমিউনিটির উন্নয়নে স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন; এবং

৮.৮ পেশাজীবী স্বেচ্ছাসেবক: সেসকল পেশাজীবী (যেমন-ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও অন্যান্য) যাঁহারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত এবং খন্ডকালীন স্বেচ্ছাসেবা প্রদান করিয়া থাকেন অথবা আগ্রহী হইবেন।

৯.নীতিমালা বাস্তবায়ন :

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালা বাস্তবায়নে জরুরিভিত্তিতে কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। এইসকল উদ্যোগের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো/সংস্থা/কর্তৃপক্ষ গঠন, স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির জন্য অ্যাডভোকেসির পরিকল্পনা, সার্বিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবার ইতিবাচক ভূমিকা প্রচার এবং নীতিমালাটি বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ অন্যতম। তাহা ব্যতিরেকে, স্বেচ্ছাসেবকদের মর্যাদা ও স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে যথোপযুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।

১০. স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি :

১০.১ স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার উদ্দেশ্য অর্জনে পরিকল্পিত অ্যাডভোকেসি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবার বিকাশ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হইবে। এইক্ষেত্রে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস ও আন্তর্জাতিক কর্মসূচি উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জনকল্যাণে স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব ও ঐতিহ্য এবং উত্তম চর্চার বহুল প্রচার করা হইবে।

১০.২ বিভিন্ন সংস্থা ও সংগঠনের সহিত সমন্বয়পূর্বক একীভূত কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবা চেতনার বিকাশে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। ইহা ব্যতিরেকে, সরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃণমূল হইতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের সহিত নিবিড় সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করিবে।

১১. স্বেচ্ছাসেবক ব্যবস্থাপনা :

১১.১ পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা:

১১.১.১ পেশাগত দায়িত্ব পালন করিবার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের কোনো প্রকারের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি হইলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ তাঁহাদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

১১.১.২ বিদ্যমান আইন/বিধি/রেগুলেশনের আওতায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ অর্থাৎ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে সর্বসম্মতিক্রমে মানসম্মত কার্যসম্পাদন পদ্ধতি (এস.ও.পি.) প্রণয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

১১.১.৩ স্বেচ্ছাসেবার সহিত সম্পৃক্ত সংগঠনগুলি স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপত্তা ও তাঁহাদের কোনো কার্যক্রমে স্থানীয় কমিউনিটির কোনো সদস্যের কোনো ক্ষতি যেন না হয়, তাহা প্রতিরোধে বিশেষ সতর্কতা গ্রহণ করিবে।

১১.২ অলাভজনক, কর্পোরেট ও সরকারি সংস্থাসমূহের দায়বদ্ধতা:

১১.২.১ সরকারি সংস্থা, দপ্তর/অলাভজনক কর্পোরেট সংস্থা এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবককে উক্ত সংস্থার পক্ষে কৃত কোনো কার্যক্রমের নেতিবাচক প্রভাবের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী করা যাইবে না; যদি—

(১) স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের কর্ম পরিধির মধ্য হইতে তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিয়া থাকেন;

(২) স্বেচ্ছাসেবক সুনির্দিষ্ট স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত, প্রত্যয়িত বা অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন;

(৩) স্বেচ্ছাসেবকের অপরাধী মনোভাব বা ইচ্ছাকৃত অসদাচরণ, দায়িত্বে চরম অবহেলা, বেপরোয়া মনোভাব, উদাসীনতার কারণে অন্যের অধিকার ও নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়; এবং

(৪) যে জনবসতি/কমিউনিটির জন্য স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে সেই কমিউনিটির সম্মতি ব্যতীত উক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা না হয়।

১১.২.২ নিযুক্তকারী সংস্থা/কর্পোরেট সংগঠন স্বেচ্ছাসেবকদের যথাযথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে; ব্যর্থতায় ক্ষতিগ্রস্ত স্বেচ্ছাসেবককে/পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবে;এবং

১১.২.৩ স্বেচ্ছাসেবকের কর্তব্যে অবহেলার জন্য কোনো ধরনের ক্ষতির দায় নিতে প্রতিষ্ঠান/সংস্থাকে বাধ্য করা যাইবে না।

১১.৩ অসন্তোষ ও অভিযোগ :

স্বেচ্ছাসেবকদের অভিযোগ নিরসনের ক্ষেত্রে নিযুক্তকারী প্রতিষ্ঠান সর্বদা সচেষ্ট থাকিবে।

১১.৪ তথ্যের গোপনীয়তা :

স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োজিত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সার্বিক কার্যক্রমের তথ্য গোপন রাখিতে হইবে। অনুরূপভাবে, স্বেচ্ছাসেবকের ব্যক্তিগত তথ্যও নিযুক্তকারী সংস্থা গোপন রাখিবে।

১১.৫ পরস্পরসম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ :

১১.৫.১ স্বেচ্ছাসেবকগণ বিভিন্ন প্রকারের নির্দেশিত দায়িত্ব গ্রহণে সদা প্রস্তুত থাকিবেন। নূতন স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ, স্থায়ী স্বেচ্ছাসেবকদের বাছাই করা দুরূহ ও সময়সাপেক্ষ বিবেচিত হইলে সংশ্লিষ্ট সংস্থা/সংগঠন হইতে স্বেচ্ছাসেবক সংযুক্তির মাধ্যমে পরিস্থিতি নিরসন করা যাইবে; এবং

১১.৫.২ প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যে-কোনো অপ্রত্যাশিত সমস্যায় স্থানীয় জনগণকে জরুরি সেবা প্রদানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইলে স্বেচ্ছাসেবকগণ সেখানে কাজ করিবেন। স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপনার সহিত পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহ আন্তঃমন্ত্রণালয় বা আন্তঃবিভাগীয় সভায় আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান করা হইবে।

১১.৬ স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি :

১১.৬.১ সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত,বেসরকারি সংস্থা (দেশীয় ও আন্তর্জাতিক), উন্নয়ন সহযোগী, কর্পোরেট সেক্টর এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসমূহ ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জেন্ডার-নির্বিশেষে স্বেচ্ছাসেবকদের বহুমাত্রিক অবদান/কর্মপ্রবাহের স্বীকৃতি প্রদান নিশ্চিত করিবে।

১১.৬.২ উন্নয়ন কার্যক্রমে সংযুক্তির ক্ষেত্রে শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বাধাসমূহ নিরসন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকদের নিযুক্তির সম্ভাবনার বিষয়টিকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হইবে। জাতীয় জীবনে স্বেচ্ছাসেবার প্রসারের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরিতে বেসরকারি সংস্থাসমূহ সরকারি প্রতিষ্ঠানের সহিত কাজ করিবে। এই লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ সহায়তা প্রদান করিবে:

(১) জাতীয় পরিষেবা খাতের জিডিপিতে স্বেচ্ছাসেবার অবদানের পরিমাপ ও স্বীকৃতির প্রতিফলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

(২) স্থানীয় হইতে জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের স্বীকৃতি প্রদান করা হইবে।

(৩) বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি স্থানীয় পর্যায় হইতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত জনকল্যাণের জন্য শোভন স্বেচ্ছাসেবার স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে মনোনীত স্বেচ্ছাসেবকদের নামের তালিকা প্রণয়ন ও সুপারিশ করিবে।

(৪) জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন কাউন্সিল মাঠ পর্যায়ের সুপারিশ পর্যালোচনাপূর্বক জাতীয়ভাবে স্বীকৃতির লক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবকদের তালিকা অনুমোদন করিবে।

(৫) দেশব্যাপী স্বেচ্ছাসেবার প্রসার ও স্বেচ্ছাসেবকদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবৎসর ৫ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা দিবস উদ্‌যাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এই লক্ষ্যে স্থানীয় পর্যায় হইতে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সমন্বয় করিবে।

১১.৭ প্রশাসনিক কার্যক্রম :

স্বেচ্ছাসেবার উন্নয়ন ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন কাউন্সিল সৃষ্টি করা হইবে। ইহার অধীনে পরিশিষ্ট-ক অনুযায়ী একটি ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

১১.৮ জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা তথ্য ব্যবস্থাপনা :

১১.৮.১ স্বেচ্ছাসেবার সহিত যুক্ত সরকারি-বেসরকারি সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনসমূহের তথ্য ও উপাত্ত সংরক্ষণের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি কার্যকর তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

১১.৮.২ স্বেচ্ছাসেবা তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে সকল প্রতিষ্ঠানসহ স্বেচ্ছাসেবার সহিত সংশ্লিষ্ট অংশীজনের প্রবেশাধিকার থাকিবে। স্বেচ্ছাসেবা তথ্য ব্যবস্থাপনাকে সরকারের অন্যান্য তথ্য ব্যবস্থাপনা উদ্যোগ যেমন,ই-গভর্ন্যান্স, এটুআই কর্মসূচি (a2i), পৌর ডিজিটাল সেন্টার (পিডিসি), ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) ইত্যাদির সহিত সংযুক্ত করা হইবে।

১১.৮.৩ তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পরিচালনার জন্য তথ্য ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবন ও নূতন নূতন প্রযুক্তির প্রয়োগ করা হইবে। সকল অংশীজন যাহাতে জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে যথাসময়ে যথাযথ তথ্য সংযুক্ত করিতে পারে সেই লক্ষ্যে এই পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে শক্তিশালী করা হইবে। এই পদ্ধতির আওতায় নিম্নরূপ উদ্যোগ গ্রহণ ও সেবা প্রদান করা হইবে:

(১) সকল সেক্টরে স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততা, চাহিদা ও যোগদান চিহ্নিত করা;

(২) আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বিনিময় কর্মসূচি ও স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য চাহিদা চিহ্নিত করা;

(৩) জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরে স্বেচ্ছাসেবা মানবসম্পদের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জোগানের তথ্য সরবরাহ করা;

(৪) স্বেচ্ছাসেবার মানোন্নয়ন ও সংযুক্তির লক্ষ্যে ট্রেসার স্টাডির (Tracer Study) ব্যবহার বৃদ্ধি করা;

(৫) স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা ও রিপোর্টিং-এর জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা চিহ্নিতকরণ ও দায়িত্ব প্রদান করা;

(৬) বিভিন্ন সংস্থার চলমান কর্মসূচি ও প্রকল্পের তথ্য সরবরাহ করা; এবং

(৭) স্বেচ্ছাসেবা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান ও অন্যান্য রেগুলেশনের আওতায় সংশ্লিষ্ট সকল অধিকার ও বাধ্যবাধকতার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।

১১.৯ বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের মিশনসমূহ স্বেচ্ছাসেবা বিষয়ে বৈদেশিক সম্পৃক্ততা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চাহিদাভিত্তিক তথ্য সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করিবে।

১১.১০ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) ডেটাসেল অভিবাসী স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততার সুযোগ এবং বিনিময় কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সহিত একযোগে কাজ করিবে।

১১.১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় স্বেচ্ছাসেবার চাহিদা ও জোগানের তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

১১.১২ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ :

১১.১২.১ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবক প্রয়োজনীয় যাচাইবাছাই এবং দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করিতে পারিবেন;

১১.১২.২ স্বেচ্ছাসেবা কর্মসংস্থান, বেতনভুক্ত বা লাভজনক হিসাবে গণ্য না হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগে সহজ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হইবে;

১১.১২.৩ স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগের ক্ষেত্রে সমতা, ন্যায্যতা, ভারসাম্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পন্থা গ্রহণ করা হইবে;

১১.১২.৪ স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োগের মেয়াদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা,মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, কাজের ধরন বা দায়িত্বের ভিত্তিতে নির্ধারিত হইবে;

১১.১২.৫ নির্দিষ্ট কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ বা স্বেচ্ছাসেবার প্রতি সাধারণ আগ্রহের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হইবে। এইক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা, জ্ঞান, প্রশিক্ষণ, অঙ্গীকার ও সৃজনশীল কাজের পূর্ব অভিজ্ঞতা বিবেচনা করা হইবে;

১১.১২.৬ স্বেচ্ছাসেবকদের দিক্‌নির্দেশনা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিদ্যমান আইন, বিধি, নীতিমালার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিচালন পদ্ধতি (এসওপি) প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

১১.১২.৭ স্বেচ্ছাসেবক বাছাই, নির্বাচন ও নিয়োগের প্রয়োজনীয় মানদণ্ড ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি স্বেচ্ছাসেবকদেরকে আবেদনের সময় অবহিত করা হইবে;

১১.১২.৮ স্বেচ্ছাসেবকদের আবেদনসমূহ প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুসারে বাছাই করিতে হইবে। স্বেচ্ছাসেবকদেরকে কাজে যুক্ত হইবার পূর্বেই একটি গ্রহণযোগ্য সাধারণ আচরণবিধি সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দিতে হইবে;

১১.১২.৯ বিশেষক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগে অতীত অপরাধ ও অপরাধের অভ্যাসগ্রস্ততা প্রয়োজনে যাচাই করা হইবে;

১১.১২.১০ নূতন কোনো দায়িত্বে সংযুক্তি কিংবা নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও অবহিতকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে;

১১.১২.১১ শিক্ষার্থীদের ছুটি বা চূড়ান্ত পরীক্ষা শেষে স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করিতে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হইবে;

১১.১২.১২ নিযুক্ত স্বেচ্ছাসেবক দায়িত্ব পালনকালে যথাযথ কর্তৃপক্ষকে অবহিতপূর্বক ছুটি গ্রহণ করিতে পারিবেন, যাহা স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পালনের মেয়াদকে পরিবর্তন বা বর্ধিত করিবে না;এবং

১১.১২.১৩ সকল নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবককে দায়িত্বপালনের সময় ছবিযুক্ত পরিচয়পত্র অথবা ব্যাজ পরিধান করিতে হইবে।

১১.১৩ স্বেচ্ছাসেবকের অধিকার ও দায়িত্ব: নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবকবৃন্দ নিম্নরূপ অধিকার ভোগ করিবেন এবং দায়িত্ব পালনে শ্রদ্ধাশীল হইবেন:

১১.১৩.১ অধিকারসমূহ:

(১) স্বেচ্ছাসেবাবিষয়ক তথ্য ও সুবিধা সম্পর্কে জানিবার অধিকার;

(২) সংগঠনে অভিযোগ জানানো ও প্রতিকার পাইবার অধিকার;

(৩) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে স্বেচ্ছাসেবকদের কাজকে প্রভাবিত করে এমন তথ্য জানা ও পরামর্শ করিবার অধিকার;

(৪) নির্দিষ্ট মেয়াদে স্বেচ্ছাসেবা কাজের সহিত সম্পৃক্ততার ভাতা ও ব্যয় সমন্বয়ের সুযোগ গ্রহণের অধিকার;

(৫) সহায়ক কর্ম পরিবেশের অধিকার;

(৬) স্বেচ্ছাসেবায় প্রবেশ ও কর্মকালীন প্রয়োজন অনুসারে রিফ্রেশার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সক্ষমতা উন্নয়নের অধিকার;

(৭) ব্যক্তিগত তথ্য ও গোপনীয়তার অধিকার;

(৮) জেন্ডারসমতা ও জেন্ডার সংবেদনশীল পরিবেশে কাজ করিবার অধিকার;

(৯) নিরাপত্তা ও সুরক্ষার অধিকার;এবং

(১০) বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কাজে মৃত্যু ও পঙ্গুত্বের আশঙ্কা থাকিলে বিমা গ্রহণের অধিকার।

১১.১৩.২ দায়িত্বসমূহ :

(১) সকল স্বেচ্ছাসেবক দেশের প্রচলিত আইন, বিধি, মূল্যবোধ, প্রথা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হইবেন;

(২) নিষ্ঠারসহিত অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন;

(৩) প্রশিক্ষণ কর্মসূচিগুলিতে অংশগ্রহণ করিবেন;

(৪) বিভিন্ন কমিউনিটির সহিত সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক রাখিবেন;

(৫) ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, জেন্ডার ও বয়স্ক ব্যক্তিনির্বিশেষে সকলকে সম্মান করিবেন; এবং

(৬) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কমিউনিটি সংগঠন/স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলির তথ্যের নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

১১.১৪ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ:

পরিচালন ব্যবস্থায় নিবিড় সম্পৃক্ততার মাধ্যমে সকল প্রতিষ্ঠান জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণে নিম্নরূপ অগ্রাধিকারভিত্তিক উদ্যোগ গ্রহণ করিবে:

১১.১৪.১ জাতীয় ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে নারীদের স্বেচ্ছাসেবায় অংশগ্রহণবিষয়ক চিত্র তুলিয়া ধরা হইবে;

১১.১৪.২ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের আওতায় স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হইবে;

১১.১৪.৩ বিভিন্ন নীতিমালা ও কৌশলের সহিত স্বেচ্ছাসেবা ও জেন্ডার সমতার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হইবে; এবং

১১.১৪.৪ বিভিন্ন কর্মসূচির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে নারী স্বেচ্ছাসেবকদের অধিকহারে সংযুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে।

১১.১৫ প্রশিক্ষণ ও ওরিয়েন্টেশন :

১১.১৫.১ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে এবং স্বেচ্ছাসেবকদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের সুবিধার্থে তাঁহাদের জন্য অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হইবে;

১১.১৫.২ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য কর্মকালীন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হইবে;

১১.১৫.৩ স্বেচ্ছাসেবার কার্যক্রমে সংযুক্তিকালীন ধারাবাহিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করা হইবে; এবং

১১.১৫.৪ দুর্যোগকালে উদ্ধারকার্য সম্পাদন ও উদ্ধার সরঞ্জামাদি ব্যবহারের নিমিত্ত স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

১১.১৬ স্বেচ্ছাসেবকদের তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন:

স্বেচ্ছাসেবকদের দৈনন্দিন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা, মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান ও তত্ত্বাবধানের জন্য স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

১১.১৭ স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়:

১১.১৭.১ প্রত্যেকটি স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের জন্য একজন নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবককে স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপক ও সমন্বয়কারীর দায়িত্ব প্রদান করা হইবে। স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপক নিম্নরূপ কার্যক্রম করিবেন:

(১) সংগঠন/সংস্থার নিয়মনীতি অনুসারে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা; এবং

(২) স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের বিভিন্ন চাহিদা চিহ্নিতকরণ ও কীভাবে কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জিত হইবে, তাহা নির্ধারণ ও পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং সেগুলির পর্যাপ্ত তথ্য সংরক্ষণ (Documenation) নিশ্চিত করা;

(৩) স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন;

(৪) স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম সমন্বয়ের জন্য কর্মকর্তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করা;

(৫) স্বেচ্ছাসেবকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, নিরাপত্তা এবং বিমার সুযোগ নিশ্চিত করা;এবং

(৬) মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব পুনঃবণ্টন ও সেবক পরিবর্তন করা।

১১.১৭.২ স্বেচ্ছাসেবা সমন্বয়কারী নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবেন:

(১) স্বেচ্ছাসেবকদের কাজের সমন্বয় ও তত্ত্বাবধান;

(২) কর্মক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার জন্য পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহ করা;

(৩) স্বেচ্ছাসেবকদের তথ্য নিবন্ধন করা; এবং

(৪) স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন ও উন্নয়নে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

১১.১৮ স্বেচ্ছাসেবকদের স্ব স্ব সংগঠন নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে:

১১.১৮.১ স্বেচ্ছাসেবা ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

১১.১৮.২ স্বেচ্ছাসেবা কর্মসূচিগুলি যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করা;

১১.১৮.৩ নীতিমালার লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাসেবকদের কর্মপরিবেশ, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও বিমা নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

১১.১৮.৪ সংগঠনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পর্যালোচনা ও নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং

১১.১৮.৫ কর্মকৌশলের কার্যকারিতা নিশ্চিতে প্রয়োজন অনুসারে স্ব স্ব নিয়ম-নীতির পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১১.১৯ স্বেচ্ছাসেবক অপসারণ :

নিম্নবর্ণিত কারণে একজন স্বেচ্ছাসেবক সেবায় অযোগ্য, নিষিদ্ধ ও অপসারিত হইবেন-

১১.১৯.১ আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হইলে;

১১.১৯.২ যে-কোনো ধরনের যৌন হয়রানির অভিযোগ প্রমাণিত হইলে।

১১.১৯.৩ যে-কোনো প্রকার মাদকে আসক্ত হইলে;

১১.১৯.৪ এই নীতিমালা ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি কার্যক্রমে দোষী সাব্যস্ত হইলে; এবং

১১.১৯.৫ রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ পাওয়া গেলে।

১১.২০ আর্থিক ব্যবস্থাপনা : স্বেচ্ছাসেবার জন্য প্রাপ্ত সরকারি অর্থ ব্যবস্থাপনায় সরকারি আর্থিক বিধি ও পদ্ধতি অনুসরণীয় হইবে।

১২. **অর্থায়ন ও বাজেট সহায়তা :** স্বেচ্ছাসেবার প্রসার এবং বিকাশে অর্থায়ন ও বাজেট সহায়তা হিসাবে নিম্নলিখিত কার্যক্রম ও কৌশল গ্রহণ করা হইবে:

১২.১ স্বেচ্ছাসেবার প্রসার ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার বাজেটে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা;

১২.২ স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমে সহায়তার জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উৎস হইতে তহবিল সংগ্রহের বিষয়টিকে উৎসাহিত করা;

১২.৩ স্বেচ্ছাসেবাসংক্রান্ত কার্যাবলি পরিচালনার জন্য প্রস্তাবিত স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটিসমূহকে তহবিল সহায়তা প্রদান করা;

১২.৪ স্বেচ্ছাসেবার মাধ্যমে উদ্ভাবনী প্রক্রিয়ায় সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ইউনিটসমূহের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা;

১২.৫ জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করিয়া এই ধরনের মন্ত্রণালয়/দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে অর্থ বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করা হইবে। স্বেচ্ছাসেবার জন্য স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় চাহিদার ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা;

১২.৬ বেসরকারি সংগঠন কর্তৃক অর্থায়ন ও তহবিল সহায়তা ব্যবস্থাপনা নিম্নরূপ হইবে :

১২.৬.১ স্বেচ্ছাসেবার প্রসারে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ আন্তর্জাতিক উৎস হইতে আর্থিক সহযোগিতার অনুসন্ধান করিবে এবং স্বেচ্ছাসেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নয়ন সহযোগীদের সহিত নিবিড়ভাবে কাজ করিবে;

১২.৬.২ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণে সামাজিক দায়বদ্ধতার আওতায় কর্পোরেট সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য যাঁহাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা রহিয়াছে তাঁহারা অর্থায়ন করিবে;

১২.৬.৩ উল্লিখিত অর্থদাতা সংস্থা ও ব্যক্তিগণ কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ও সহায়তা প্রদান করিবেন; এবং

১২.৬.৪ স্বেচ্ছাসেবা সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠান যেমন-স্কাউটস, বিএনসিসি, গার্লস গাইড, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সেলফ হেল্প গ্রুপ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, আইএনজিও এবং এনজিওসমূহ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্বীকৃত হইবে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত অনুবিভাগ এইসকল প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যালোচনা, শক্তিশালীকরণ,অধিকতর সমন্বয় সাধনে সহায়তা প্রদান করিবে।

১৩.পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন :

১৩.১. জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালার লক্ষ্য ও কৌশলসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের কাঠামো তৈরি করা হইবে;

১৩.২ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন-এর স্বেচ্ছাসেবাসংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট কৌশল, কর্মসূচি, প্রকল্প এই নীতিমালার আওতায় পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা হইবে;

১৩.৩ নীতিমালার নির্দেশনাবলি ও তাহার আওতায় গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর সহিত পরামর্শসাপেক্ষে একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন গাইডলাইন প্রস্তুত করিবে। অধিকন্তু, অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যাঁহারা নীতিমালা বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবে তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান করা হইবে;

১৩.৪ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিমাপযোগ্য সূচকে নীতিমালাটির লক্ষ্য বাস্তবায়ন হইতেছে কি না তাহা সংশ্লিষ্ট বিভাগ/অধিদপ্তরের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হইবে। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার সমন্বয়ে প্রভাব মূল্যায়ন জরিপ সম্পাদন করিবে। জিডিপি ও জাতীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের অবদান আরও সমৃদ্ধ করাই এই মূল্যায়ন জরিপের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।

১৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা :

১৪.১ আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবা এখন বিশ্বব্যাপী সমাদৃত এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধির কৌশল হিসাবে স্বীকৃত। আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবকগণ আন্তর্জাতিক পরিসরে উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার পাশাপাশি নিজেদের কমিউনিটির উন্নয়নে দায়িত্ব পালন করিবেন;

১৪.২ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন/বিশেষায়িত কার্যক্রম সম্পাদনে আনুষ্ঠানিক চাহিদার ভিত্তিতে দেশীয় স্বেচ্ছাসেবকদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবকদের সংযুক্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হইবে;

১৪.৩ আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন-জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা (ইউএনভি), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), আন্তর্জাতিক রেডক্রস অ্যান্ড রেডক্রিসেন্ট ফেডারেশন (আইএফআরসি) এবং ভিএসও (ভলান্টিয়ার সার্ভিস ওভারসিজ)-এর সহিত কার্যকর সহযোগিতা সম্প্রসারণে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে। অধিকন্তু, বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবীদের দেশের বাহিরে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ করিবার জন্য কারিগরি দক্ষতা অর্জনে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

১৪.৪ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ, প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সমন্বিত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে বিদেশে স্বেচ্ছাসেবার দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত স্বেচ্ছাসেবকদের প্রেরণের ব্যবস্থা নিবে। স্বেচ্ছাসেবার সর্বোত্তম চর্চা এবং বিদেশে কাজ করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করিবে;

১৪.৫ জাতিসংঘ, জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবা সংস্থা ও ইহার সদস্য রাষ্ট্রসমূহকে জাতীয় উন্নয়নসহ যে-কোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় সহায়তা প্রদান করা হইবে। এই সকল সংস্থার নিকট হইতে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসাবে বাংলাদেশ কারিগরি সহায়তা এবং স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের প্রসারে আরও সহযোগিতা গ্রহণ করিবে; এবং

১৪.৬ কার্যকর সংযুক্তি, পরিষেবা নিশ্চিতকরণ, সমন্বয় এবং স্বেচ্ছাসেবকদের অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করিতে প্রয়োজনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান 'জাতিসংঘ স্বেচ্ছাসেবক বাংলাদেশ' (United National Volunteers Bangladesh)'-এর সহিত একটি সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষরের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

১৫. গবেষণা ও প্রচার :

দেশে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমসংক্রান্ত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণের লক্ষ্যে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন কাউন্সিলের সার্বিক তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় গবেষণা এবং ডকুমেন্টেশন কার্যক্রম পরিচালনা করিবে। জাতীয় উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের অবদান মূল্যায়ন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তম স্বেচ্ছাসেবা চর্চার ডকুমেন্টেশনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ গ্রহণ করা হইবে। যুগপৎভাবে, এই প্রচেষ্টায় উন্নয়ন সহযোগিদের সম্পৃক্ততাও বাড়ানো হইবে।

১৬. সংশোধন :

জাতীয় স্বেচ্ছাসেবা নীতিমালাটি প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতার নিরিখে সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্তন করা যাইবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা নীতিমালাটি পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনে সংশোধনের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে মতামত প্রেরণ করিবে।

১৭.অস্পষ্টতা দূরীকরণ : এই নীতিমালার কোনো অনুচ্ছেদের বিষয়ে কোনো অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মতামত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

১৮. ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ (Authentic English Text): এই নীতিমালার একটি ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ থাকিবে। বাংলা ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

পরিশিষ্ট-ক

১১.৭ স্বেচ্ছাসেবা উন্নয়ন ও সমন্বয়ে ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক কাঠামো

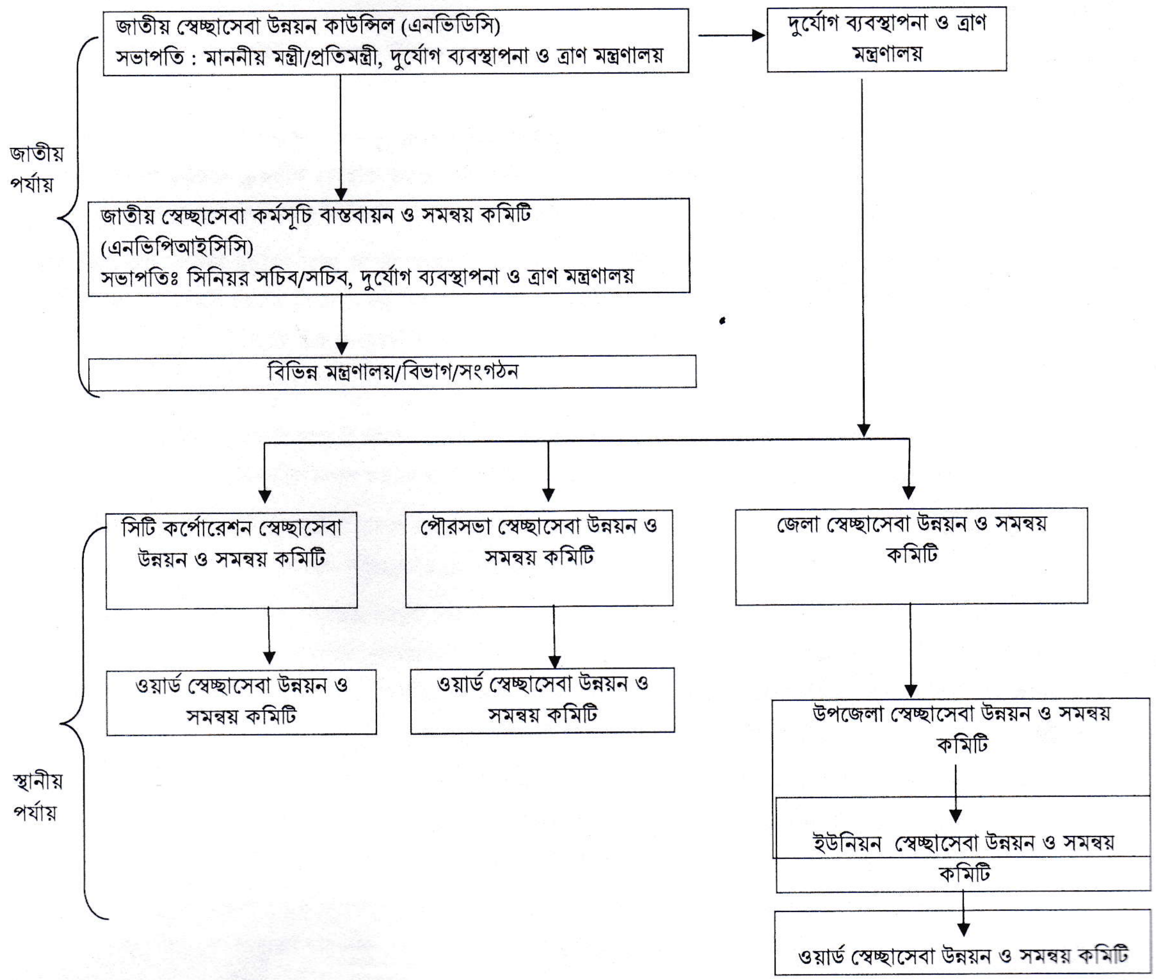

মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ
উপসচিব।